বাংলা ভাষার লাতিনায়ন

নতুন লিপি ব্যবহার নির্দেশিকা

নতুন লিপির ব্যবহার নিম্নলিখিত কথাগুলির ওপর ভিত্তি ক'রে বানানো হয়েছে।

(১) নতুন লিপিতে লেখা সহজ হবে

(২) নতুন লিপিতে লেখা বৈজ্ঞানিক এবং পরিশুদ্ধ হবে

(৩) নতুন লিপি ধ্বন্যাত্মক হবে

(৪) নতুন লিপি জনতার সাধ্যের মধ্যে হবে

নতুন লিপির অক্ষর এইরকম হবে (সব উচ্চারণ প্রমাণ বাংলার উচ্চারণের অনুযায়ী হবে)

স্বরবর্ণ

A	আমার কানা কেনা
Ã	এক কেন' অ্যাকটিং স্যার
E	এদের বিকেল
İ	ইত্যাদি মিথ্যা ঈশ্বর কী
O	ওরা তোরা ক'রে ম'রে অতি স'ত্যি কত'
Õ	অপ'মান সুফলা কলা
U	উদার কুমার ঊর্মি শূন্য'

ব্যঞ্জনবর্ণ

এখানে ' চিহ্নটি 'ও' এর মত অক্ষরের উচ্চারণ নির্দেশ করার জন্য দেখানো হয়েছে।

B	ব্
Ḃ	ভ্
C	চ্ (কালচার)
Ć	ছ্
Ç	ৎস্
Ç̣	ৎশ্
D	দ্
Ḋ	ধ্
Ḍ	ড্
Ḍ̣	ঢ্
F	ফ্ (ফাংশ'ন অফিসার)
G	গ্ জ্ঞ্ (বিজ্ঞ')
Ǵ	ঘ্
H	হ্
J	জ্ য্ (জাদু)
J́	ঝ্
K	ক্
Ḱ	খ্
L	ল্
M	ম্
N	ন্
Ñ	ঙ্ ং
Ñ̃	ঞ্

P	প্
Ṕ	ফ্
R	র্
Ṛ	ড়্
Ṝ	ঢ়্
S	স্ (আস্তে)
Š	শ্ ষ্ স্ (আসতে)
T	ত্
Ť	থ্
Ṭ	ট্
Ṯ	ঠ্
Ŭ	ওয়্
X	সিলেটী ‘খ’
Z	জ্ (জান্তি পার’ না)
Ž	ঝ্ (ভার্স’ন)

নতুন লিপি নিয়ে দুটি কথা

নতুন লিপি, পারম্পরিক বাংলা নাগরী লিপি থেকে গুণমানে অনেক উত্তম। নতুন লিপি, বাংলা লেখা কে সরল ও নিয়মিত করে তোলে, বাংলা পড়া ও লেখায় সুবিধে করে, বাচ্চাদের মাতৃভাষার ওপর দক্ষতা দ্রুত নির্মাণ করে ও ভাষা শিক্ষার্থীদেরকে ভাষার গঠনকে সহজে বোধ করাতে সাহায্য করে। আক্ষরিক দ্বন্দ্ব নির্মূল ক’রে তোলে ও অযৌক্তিক যুক্তাক্ষরীয় কাঠামোর সুগম্য পর্যায় বা বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

বাংলা লিখনকে ধ্বন্যাত্মক দিক থেকে দৃঢ়ভাবে নিকটবর্তী করে তুলতে এর থেকে ভাল বৈজ্ঞানিক বিকল্প আর হতেই পারে না ব’লে দাবি করা যায়।

এই বৈশ্বিক যুগে, বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্বের সাথে বেশি ভাল ক’রে নৈকট্য স্থাপন করানোর জন্য, বাংলা লিপির বৈশ্বায়নের প্রয়োজনিয়তা কে সময়ের দরকার বা প্রাসঙ্গিক সমাধান হিসেবে বিবেচিত করা উচিত।

আজ বাঙালি, বিশ্বের কোনায় কোনায় অবস্থিত। গড়ে উঠছে সেখানে নবপ্রজন্ম। বাংলা ভাষার সাথে তার কেবল মাতৃত্বের এবং ঐতিহ্যের সম্বন্ধ কিন্তু, ব্যাপারটা তবে তার জন্য খুব একটা প্রাকৃতিক যে তা নয়। সে বাড়ির বাইরে পা রেখে, একটি অন্য ভাষার সাথে পরিচয় হতে হয়। মাতা-পিতার কাছে প্রশিক্ষণের ক্ষমতা ও সময় উভয়ই না থাকলে, এমন প্রবাসে পালিত নবপ্রজন্মকে আশ্রয় নিতে হয় বিদ্যালয়ের কাছে, তার সংবাদকৌশল, জ্ঞানবৃদ্ধি, চেতনা ও চরিত্রনির্মাণ হেতু। সত্য এটাই যে ব্যবহারিকতা কিন্তু প্রাথমিক দিক থেকে মাতৃভাষাই প্রদান করাতে পারে। আর গোটা শিক্ষায় কোন জায়গায় প্রায়োগিকতার (ব্যাবহারিকতার) হীনতা (কমতি) পাওয়া গেলে, শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি কিঞ্চিতাংশে কৃত্রিম হয়ে পড়ে।

তাই, এদের সুবিধার্থে, ও তন্মধ্যে দিয়ে গোটা সংস্কৃতির উত্থান হেতু, বাংলার লাতিনায়ন প্রয়োজন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ‘হ্রস্ব ই’ ও ‘দীর্ঘ ঈ’ কে একই অক্ষরে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তেমনই ভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ‘হ্রস্ব উ’ ও ‘দীর্ঘ ঊ’ ‘দের কে।

‘ওয়’-ধ্বনির জন্য বিশেষ একটি ভিন্ন অক্ষর প্রদান করা হয়েছে।

বাংলা ভাষার মধ্যে একটি জিনিস যা কাজ করে তা হচ্ছে তার vowel harmony, তাই, উচ্চারণের ও লিখনের মধ্যে সঠিকতা, সামঞ্জস্য ও একরূপতা বজায় রাখার জন্য বাংলার এই লাতিন লিপি বহুলাংশে সহায়ক।

মূর্ধন্য ব্যঞ্জন

মূর্ধন্য ব্যঞ্জনগুলিকে মূল দন্ত্য ব্যঞ্জন-সমকক্ষের অক্ষরস্বরূপের নীচে আংটির আকৃতি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন

সাধারণত, মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনগুলিকে একটি রেফ-এর মতো চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মূর্ধন্য-মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন

মূর্ধন্য-মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনগুলিকে নীচে একটি তীরের মাথার মতো চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অনৌষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহার-সংক্রান্ত

অনৌষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জন, উচ্চারণের দিক থেকে বাংলায় তিন প্রকার। তবে একই উচ্চারণের নাসিক্য ব্যঞ্জনের জন্য বাংলা লিপিতে ‘মূর্ধন্য ণ’ ও ‘দন্ত্য ন’ এর ব্যবহার চলে।

নতুন লিপিতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে, চারের পরিবর্তে কেবল তিনটেই অনৌষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তা হল, কণ্ঠ্য, তালব্য ও দন্ত্য (বাংলা লিপির মূর্ধন্য-ণ ও দন্ত্য-ন কে এতে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে)।

নতুন বাংলা লিপিতে, এই ব্যঞ্জনগুলির পারম্পরিক প্রয়োগ যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ওগোনেক-এর প্রয়োগ

পোল্যান্ডীয় ভাষায়, এই চিহ্নের মূল প্রয়োগ। তবে, এখানে এটাকে প্রায়োগিক মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এই চিহ্নের প্রয়োগ, চন্দ্রবিন্দুর সমকক্ষ হিসেবে কাজ করবে।

Ą	আঁ
Ą̃	অ্যাঁ
Ę	এঁ
İ	ইঁ
Ǫ	ওঁ
Ǫ̃	অঁ
Ų	উঁ

অক্ষরগুলির বাংলা-লিপি সমকক্ষের প্রদর্শন সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নিয়ে করা হল। উচ্চারণগত উচিত স্থানে প্রয়োগই ব্যবহারকর্তার কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত।

© ख़ानख़ानाँ

সিতंबर २०१९

ستمبر ۲۰۱۷

সেপ্টেম্বর ২০১৯